Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

নামাজের গুরুত্ব ও ফজিলত

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

সাদিয়া হোসেন সুবাহ্

রোলঃ 227021238

৯ নভেম্বর,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

নামাজের গুরুত্ব ও ফজিলত

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

সাদিয়া হোসেন সুবাহ্

রোলঃ 227021238

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, "নামাজের গুরুত্ব ও ফজিলত" বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে সাদিয়া হোসেন সুবাহ্, আইডিঃ 227021238 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

এক্সটারনালঃ

নাম:
ডিপার্টমেন্ট:
প্রতিষ্ঠান:

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, “নামাজের গুরুত্ব ও ফজিলত” শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মুফতি: জোবায়ের হাসান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

Subha

তারিখঃ

৯ নভেম্বর, ২০২৪ ইং

(স্বাক্ষর)

সাদিয়া হোসেন সুবাহ্

আইডিঃ 227021238

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

ভূমিকা.......... 6

কুরআনের আলোকে সালাতের (নামাজের) গুরুত্ব ও ফজিলত.......... 7

১.......... 7

২.......... 7

৩.......... 8

৪.......... 9

৫.......... 10

৬.......... 11

৭.......... 12

৮.......... 13

৯.......... 14

১০.......... 15

১১.......... 16

১২.......... 17

হাদিস এর আলোকে সালাতের (নামাজের) গুরুত্ব ও ফজিলত.......... 18

১.......... 18

২.......... 18

৩.......... 20

৪.......... 21

৫.......... 21

৬.......... 22

৭.......... 23

৮.......... 24

৯.......... 25

১০.......... 26

সাহাবিদের জীবনে সালাতের(নামাজের)গুরুত্ব.......... 27

১..27
২ 28
৩ 28
৪..29
পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ সালাতের(নামাজের)সংক্ষিপ্ত বর্ণনা...31
জামায়াতে সালাত(নামাজ)আদায়ের গুরুত্ব ও ফজিলত...32
১..32
২ 33
৩ 33
৪..34
৫ 35
৬ 36
৭ 36
৮ 37
অন্যান্য সুন্নত ও নফল সালাত(নামাজ)আদায়ের গুরুত্ব ও ফজিলত...38
১..38
২ 39
৩ 39
৪..40
৫ 40
৬ 41
সালাত(নামাজ)আদায়ের নিষিদ্ধ সময়...42
শেষ কথা..44

ভূমিকা

মুসলমানদের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ হলো নামাজ। নামাজ ফারসি ভাষার শব্দ। এর আরবি শব্দ হলো সালাত (صلاة)। সালাত (صلاة)শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো দোয়া, প্রশংসা,ক্ষমা প্রার্থনা করা। এর পারিভাষিক অর্থ হলো শরিয়াহ মোতাবেক এক বিশেষ পদ্ধতিতে আল্লাহ্ তায়ালার ইবাদত করা যা তাকবিরে তাহরিমার(الله أكبر) মাধ্যমে শুরু হয় এবং সালামের (اسلام عليكم و رحمة الله) মাধ্যমে শেষ হয়। ইসলামের মৌলিক ইবাদতের মধ্যে নামাজ হলো সর্বোত্তম ইবাদত।

কুরআনের আলোকে সালাতের (নামাজের) গুরুত্ব ও ফজিলত

১

ইসলামের পাঁচটি রুকনের মধ্যে সালাত হলো দ্বিতীয় রুকন। প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক স্বাভাবিক জ্ঞানসম্পন্ন মুসলিম নারী-পুরুষের উপর রাতে দিনে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করা ফরজ। এগুলো হলো ফজর,যোহর, আসর, মাগরিব ও ইশা। আল কুরআন এর বহু আয়াতে সালাতের গুরুত্ব ও ফজিলত ফুটে উঠেছে। আল্লাহ্ তায়ালার সাথে বান্দার সম্পর্ক স্থাপনের সর্বোত্তম উপায় হলো সালাত। এর মাধ্যমে বান্দা আল্লাহ্ তায়ালার নিকটবর্তী হয় এবং তাঁর রবের সাথে নিবিড় আলাপে নিমজ্জিত হয়। বান্দার জীবনের সকল দুঃখ কষ্ট ও মুসিবতের সমাধান আল্লাহ্ তায়ালা রেখেছেন সালাতের মধ্যে। সালাত ই মানুষের অন্তরের প্রশান্তি ও বিপদের সমাধান।

আল্লাহ্ তায়ালা আল কুরআনে সূরা বাকারার ৪৫নং আয়াতে বলেন,

(وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَوةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَشِعِينَ)

"আর তোমরা ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য চাও। নিশ্চয় তা বিনয়ী ছাড়া অন্যদের উপর কঠিন"।

অর্থাৎ জীবনের যেকোন সময় যেকোন পরিস্থিতিতে ধৈর্য ধারণ করে সালাতের মাধ্যমে আল্লাহ্ তায়ালার কাছে সাহায্য চাইতে হবে।

২

সালাত বান্দার অন্তরের প্রশান্তি। আল কুরআনের বহু স্থানে আল্লাহ্ তায়ালা মুমিনদের সালাত কায়েম করতে নির্দেশ দিয়েছেন।

আল্লাহ্ তায়ালা আল কুরআনের সূরা আল নূর এর ৫৬ নং আয়াতে বলেন,

(وَأَقِيمُوا الصَّلَوةَ وَاتُوا الزَّكُوةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُوْلَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ)

"আর তোমরা সালাত কায়েম কর, যাকাত দাও এবং রাসূলের আনুগত্য কর, যাতে তোমরা রহমতপ্রাপ্ত হতে পার"।

এই আয়াতে আল্লাহ্ তায়ালা সালাত কায়েম করতে নির্দেশ দিয়েছেন। সালাত কায়েম বলতে নিজের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে সালাত প্রতিষ্ঠা করতে বলা হয়েছে। অর্থাৎ নিজের ব্যক্তিগত জীবনে গুরুত্বের সাথে সালাত আদায় করতে হবে, নিজের পরিবারের সদস্যদের সালাত আদায়ের নির্দেশ দিতে হবে, সমাজের লোকদেরকে সালাত আদায়ের উপদেশ দিতে হবে এবং রাষ্ট্রীয়ভাবে সমাজের প্রত্যেক স্তরে সালাতকে প্রতিষ্ঠা করতে হবে।
নিজে সালাতের উপর অটল অবিচল থাকতে হবে এবং নিজের পরিবার পরিজনকেও তার নির্দেশ দিতে হবে।

আল্লাহ্ তায়ালা আল কুরআনে সূরা ত্বহা এর ১৩২নং আয়াতে বলেন,
(وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلٰوةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْءلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ للتقوى)
"আর তোমার পরিবার-পরিজনকে সালাত আদায়ের আদেশ দাও এবং নিজেও তার উপর অবিচল থাক। আমি তোমার কাছে কোন রিজক চাই না। আমিই তোমাকে রিজক দেই আর শুভ পরিণাম তো মুত্তাকীদের জন্য"।
এই আয়াত থেকে আরো একটি বিষয় প্রতিয়মান হয় যে বান্দার জীবনে সালাত তার রিজিকের প্রশস্তার মাধ্যম। এই সালাত বান্দার নিজের কল্যাণের জন্যই। কেউ সালাত আদায়ের মাধ্যমে আল্লাহ্ তায়ালার কোন উপকার করতে পারে না। আবার কেউ সালাত আদায় না করলে আল্লাহ্ তায়ালার কোন ক্ষতি নেই। বরং সালাত বান্দার দুনিয়া ও আখিরাতের সফলতার মাধ্যম।

৩

সালাত মানুষকে আল্লাহ্ তায়ালার সাথে সম্পর্কযুক্ত করে। সালাত মানুষের অন্তরকে পবিত্র রাখে পাপের কলুষতা থেকে।

আল্লাহ্ তায়ালা আল কুরআনে সূরা আনকাবুতের ৪৫ নং আয়াতে বলেন,
(أُتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتٰبِ وَأَقِمِ الصَّلٰوةَ إِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَ الْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللّٰهِ أَكْبَرُ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا
تَصْنَعُونَ)

"তোমার প্রতি যে কিতাব ওহী করা হয়েছে, তা থেকে তিলাওয়াত কর এবং সালাত কায়েম কর। নিশ্চয় সালাত অশ্লীল ও মন্দকাজ থেকে বিরত রাখে। আর আল্লাহর স্মরণই তো সর্বশ্রেষ্ঠ। আল্লাহ জানেন যা তোমরা কর"।

সালাতের মাধ্যমে একজন মুমিন দিনে রাতে পাঁচ বার আল্লাহ্ তায়ালার সামনে দন্ডায়মান হয়, আল্লাহ্ তায়ালার নিকটবর্তী হয় যা তার অন্তরকে পবিত্র রাখে।এর মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা তাকে অশ্লীল কথা ও কাজ থেকে বিরত থাকার তৌফিক দান করেন। যার সালাত তাকে পাপ কাজ থেকে বিরত রাখতে পারে না তার সালাতে একাগ্রতার ঘাটতি রয়েছে। তাই সম্পূর্ণ মনোযোগ সহকারে একাগ্রচিত্তে শুধুমাত্র আল্লাহ্ তায়ালার সন্তুষ্টির জন্য সালাত আদায় করতে হবে।

৪

সালাত আদায় করা মুমিনদের বৈশিষ্ট্য। মুমিন মাত্রই তার জীবন আবর্তিত হবে সালাতকে ঘিরে। জান্নাতী বান্দাদের অন্যতম গুণ হলো নিয়মিত সালাত আদায় করা। জান্নাতী বান্দারা দৃঢ়তার সাথে সালাতের সাথে অটল অবিচল থাকে।

আল্লাহ্ তায়ালা আল কুরআনের সূরা আল মূমিনূনের ১-২ আয়াতে বলেন,

(قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ)

"অবশ্যই মুমিনগণ সফল হয়েছে",

(الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَشِعُوْنَ)

"যারা নিজদের সালাতে বিনয়াবনত"।

আল্লাহ্ তায়ালা কুরআনে সফল মুমিনদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করে গিয়ে সর্বপ্রথম বলেন সালাতের কথা। দুনিয়া ও আখেরাতে প্রত্যেক ক্ষেত্রে সফলতার জন্য প্রয়োজন সালাতের সাথে সম্পর্ক। কারণ সালাত মানুষকে আল্লাহ্ তায়ালার সাথে সম্পর্কযুক্ত করে। আর সর্বশ্রেষ্ঠ ও প্রকৃত সফলতা হলো আল্লাহ্ তায়ালার সন্তুষ্টি অর্জন। যার প্রতিদান হলো জাহান্নাম থেকে মুক্তি ও জান্নাত লাভ।

আল্লাহ্ তায়ালা আল কুরআনে সূরা আল ইমরান এর ১৮৫ নং আয়াতে বলেন,

)كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ
يَوْمَ الْقِيمَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ
الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيُوةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ
الْغُرُورِ)

"প্রতিটি প্রাণী মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে। আর 'অবশ্যই কিয়ামতের দিনে তাদের প্রতিদান পরিপূর্ণভাবে দেয়া হবে। সুতরাং যাকে জাহান্নাম থেকে দূরে রাখা হবে এবং জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে সে-ই সফলতা পাবে। আর দুনিয়ার জীবন শুধু ধোঁকার সামগ্রী"।

অর্থাৎ প্রকৃত সফলতা হলো জান্নাত লাভ। আর আল্লাহ্ তায়ালা জান্নাতুল ফিরদাউস এর ওয়ারিশ বান্দাদের গুণ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন তারা সালাতের হিফাযত করে। আল্লাহ্ তায়ালা আল কুরআনে সূরা মুমিনূনের ৯-১১ নং আয়াতে বলেন,

)وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ(

"আর যারা নিজদের সালাতসমূহ হিফাযত করে"।

)أُولَئِكَ هُمُ الْوَرِثُونَ(

"তারাই হবে ওয়ারিস"।

)الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خُلِدُوْنَ(

"যারা ফিরদাউসের অধিকারী হবে। তারা সেখানে স্থায়ী হবে"।

অর্থাৎ দুনিয়া ও আখেরাতে সফলতা অর্জন করতে হলে, জান্নাতুল ফেরদাউস লাভ করতে হলে বিনয়াবনত সালাতের কোন বিকল্প নেই।

৫

মুমিননের জীবন আবর্তিত হবে সালাতকে ঘিরে।মুমিন বান্দার দিনের শুরু হবে সালাতের মাধ্যমে এবং শেষও হবে সালাতের মাধ্যমে। মুমিনদের দৈনন্দিন জীবন

সীমাবদ্ধ থাকবে সালাতের সীমানার মধ্যে। সে প্রতিটা পদক্ষেপের পূর্বে চিন্তা করবে এতে তার সালাতের সময় বিনষ্ট হয় কিনা।কারণ আল্লাহ্ তায়ালা সালাতকে নির্দিষ্ট সময়ে ফরজ করেছেন। পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের জন্য রয়েছে নির্ধারিত সময়। আর এই সময়ের মধ্যেই ঐ ওয়াক্তের সালাত আদায় করা ফরজ।

আল্লাহ্ তায়ালা আল কুরআনে সূরা নিসা এর ১০৩ নং আয়াতে বলেন,
)إِنَّالصَّلٰوةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتٰبًا مَّوْقُوتًا(
"নিশ্চয় সালাত মুমিনদের উপর নির্দিষ্ট সময়ে ফরয"।

অর্থাৎ আল্লাহ্ তায়ালা পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের জন্য যে সময় নির্ধারণ করেছেন সেই সময়ের মধ্যেই তা আদায় করা ফরজ। মুমিন বান্দাদের জীবনে সর্বপ্রথম অগ্রাধিকার হলো সালাতের। সে তার জীবনের প্রত্যেকটি কাজ এমনভাবে সাজাবে যেন প্রতি ওয়াক্তের সালাত তার নির্দিষ্ট সময়ে আদায় করতে পারে।

৬

দিনে-রাতে পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ সালাত আদায় করা মুসলমানদের উপর ফরজ অর্থাৎ অপরিহার্য। সালাত মানুষের অন্তরকে পবিত্র রাখে, আধ্যাত্মিকতার উন্নতি ঘটায়, আল্লাহ্ তায়ালার সাথে সম্পর্কযুক্ত করে, মানুষের মর্যাদাকে বৃদ্ধি করে। এই পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের পাশাপাশি আরও একটি সালাত এমন রয়েছে যা ফরজ না হলেও মুমিন বান্দাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ আর তা হলো কিয়ামুল লাইল বা তাহাজ্জুদের সালাত। নিয়মিত তাহাজ্জুদের সালাত আদায় করা আল্লাহ্ তায়ালার প্রিয় বান্দাদের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তাহাজ্জুদের সালাত বান্দার মর্যাদা অনেক বৃদ্ধি করে।

আল্লাহ্ তায়ালা আল কুরআনে সূরা সেজদার ১৬নং আয়াতে বলেন,
)تَتَجَافٰى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ(
"তাদের পার্শ্বদেশ বিছানা থেকে আলাদা হয়। তারা ভয় ও আশা নিয়ে তাদের রবকে ডাকে। আর আমি তাদেরকে যে রিজিক দান করেছি, তা থেকে তারা ব্যয় করে"।

এখানে আল্লাহ্ তায়ালা মুমিনদের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করে বলেন তাদের পার্শ্বদেশ বিছানা থেকে আলাদা হয় এবং তারা তাদের রবকে ভয় ও আশা নিয়ে ডাকে অর্থাৎ তারা তাহাজ্জুদের সালাতে তাদের রবের ইবাদতে মগ্ন হয়।

আল্লাহ্ তায়ালা সূরা আয যারিয়াতের **১৫-১৮** নং আয়াতে বলেন,

(إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنّٰتٍ وَعُيُونٍ)

নিশ্চয় মুত্তাকীরা থাকবে জান্নাতসমূহে ও ঝর্ণাধারায়,

(اٰخِذِيْنَ مَا اٰتٰهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذٰلِكَ مُحْسِنِيْنَ)

তাদের রব তাদের যা দিবেন তা তারা খুশীতে গ্রহণকারী হবে। ইতঃপূর্বে এরাই ছিল সৎকর্মশীল।

(كَانُوا قَلِيلًا مِنَ الَّيْلِ مَا يَهْجَعُوْنَ)

রাতের সামান্য অংশই এরা ঘুমিয়ে কাটাতো।

(و بِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ)

আর রাতের শেষ প্রহরে এরা ক্ষমা চাওয়ায় রত থাকত।

অর্থাৎ আল্লাহ্ তায়ালা যেসব সৎকর্মশীল ও মুত্তাকি বান্দাদের জন্য জান্নাত প্রস্তুত করে রেখেছেন সেসব মুত্তাকি ও সৎকর্মশীল বান্দাদের অন্যতম একটি গুণ হলো রাতের শেষ প্রহরে তাহাজ্জুদের সালাত আদায় করা।

৭

সালাত শুধু মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর উম্মতদের জন্যই নয় বরং সকল নবী রাসুল (আ:) এর উম্মতদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। কারণ সালাত মানুষকে আল্লাহ্ তায়ালার সাথে সম্পর্কযুক্ত করে।

সকল নবী রাসুলগণ সালাত আদায়কারী ছিলেন।

ইব্রাহীম (আ:) আল্লাহ্‌ তায়ালার কাছে দোয়া করেছেন নিজেকে এবং নিজের বংশধরদের সালাত আদায়কারী বানানোর জন্য

)رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلُوةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَ
تَقَبَّلْ دُعَاءِ(

'হে আমার রব, আমাকে সালাত কায়েমকারী বানান এবং আমার বংশধরদের মধ্য থেকেও, হে আমাদের রব, আর আমার দো'আ কবুল করুন'।(সূরা ইব্রাহীম; আয়াত:৪০)

সূরা মারইয়াম এর ৩১নং আয়াতে আল্লাহ্‌ তায়ালা ঈসা (আ:) এর কথা তুলে ধরেন

وَجَعَلَنِي مُبْرَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ وَأَوْصَنِي بِالصَّلُوةِ وَ الزَّكوةِ مَا دُمْتُ حَيًّا

"আর যেখানেই আমি থাকি না কেন তিনি আমাকে বরকতময় করেছেন এবং যতদিন আমি জীবিত থাকি তিনি আমাকে সালাত ও যাকাত আদায় করতে আদেশ করেছেন"।

অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তায়ালা সকল নবী রাসুলগণ কে সালাত আদায়ের নির্দেশ দিয়েছেন এবং তাদের উম্মতদেরকেও। প্রত্যেক নবী রাসুলগণ এর শরীয়তের মধ্যে কিছু আদেশ নিষেধে পার্থক্য থাকলেও সালাত আদায়ের নির্দেশ সকল নবী রাসুলগণ এর শরীয়তে বিদ্যমান। এ থেকে সালাত আদায়ের গুরুত্ব অনুধাবন করা যায়।

৮

সালাত মুমিন বান্দাদের অন্তরের ক্ষত নিরাময়কারী। কারণ একাগ্রতার সাথে সালাত আদায়ের মাধ্যমে বান্দা তার পরম ও প্রকৃত আপন তার মালিক তার রব আল্লাহ্‌ তায়ালার সাথে কথা বলে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ তায়ালা ই আমাদের জীবনের সকল সমস্যার সমাধান। সালাতের মাধ্যমে বান্দা আল্লাহ্‌ তায়ালার সাথে সম্পর্কযুক্ত হয়। নিজের সকল সমস্যা তুলে ধরে মহান রবের সামনে। সালাতের মাধ্যমে আল্লাহ্‌ তায়ালা তাঁর বান্দাদের হৃদয়ে প্রশান্তি ও দৃঢ়তা দান করেন। বিশেষ করে রাতের সালাত অর্থাৎ তাহাজ্জুদের সালাত মানুষের অন্তরকে অনেক বেশি দৃঢ়তা দান করে, সকল বিপদ মোকাবেলা করার শক্তি জোগায়। যারা দুনিয়ার জমিনে ইসলাম প্রচার ও প্রতিষ্ঠার জন্য

কাজ করে, যাদেরকে ইসলামের উপর অটল অবিচল থাকতে কষ্ট ও মুসিবতের সম্মুখীন হতে হয় তাদের জন্য তাহাজ্জুদের সালাত খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

আল্লাহ্‌ তায়ালা সূরা মুযযাম্মিলের ২-৬ নং আয়াতে বলেন,

)قُمِ الَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا(

"রাতে সালাতে দাঁড়াও কিছু অংশ ছাড়া।

)نِّصْفَهُ أَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا(

রাতের অর্ধেক কিংবা তার চেয়ে কিছুটা কম।

)أَوْزِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلً(

অথবা তার চেয়ে একটু বাড়াও। আর স্পষ্টভাবে ধীরে ধীরে কুরআন আবৃত্তি কর।

)إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا(

নিশ্চয় আমি তোমার প্রতি এক অতিভারী বাণী নাযিল করছি।

)إِنَّ نَاشِئَةَ الَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْأً وَ أَقْوَمُ قِيلًا(

নিশ্চয় রাত-জাগরণ আত্মসংযমের জন্য অধিকতর প্রবল এবং স্পষ্ট বলার জন্য অধিকতর উপযোগী"।

উপরে উল্লিখিত আয়াতসমূহ রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে। রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর উপর আল্লাহ্‌ তায়ালা আল - কুরআন নাজিল করেছেন। নিশ্চয়ই এর প্রচার প্রসার ছিল অনেক ভারি দায়িত্ব। আর তা বহনের শক্তি অর্জনের জন্য আল্লাহ্‌ তায়ালা তাঁকে তাহাজ্জুদের সালাত আদায় করার নির্দেশ দিয়েছেন। অনুরূপভাবে রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর উম্মতদের জন্যও এই নির্দেশ কার্যকর। নিশ্চয়ই তাহাজ্জুদের সালাতের মাধ্যমে আল্লাহ্‌ তায়ালা মানুষকে শক্তি দেন সকল বিপদ মোকাবেলা করার এবং তাঁর জন্য সহজ করেন।

৯

মুসলিমদের জন্য সালাত আদায় করা এতই গুরুত্বপূর্ণ যে জিহাদের ময়দানেও ফরজ সালাত আদায় করতে হবে। আল্লাহ্‌ তায়ালার দ্বীনকে দুনিয়ার জমিনে কায়েম করতে

কাফিরদের বিরুদ্ধে জিহাদের ময়দানেও ফরজ সালাত আদায়ের নির্দেশ দিয়েছেন আল্লাহ্ তায়ালা।

আল্লাহ্ তায়ালা সূরা নিসা এর ১০২ নং আয়াতে জিহাদের ময়দানে সালাত আদায় করার পদ্ধতি বর্ণনা করে বলেন,
"আর যখন তুমি তাদের মধ্যে থাকবে। অতঃপর তাদের জন্য সালাত কায়েম করবে, তখন যেন তাদের মধ্য থেকে একদল তোমার সাথে দাঁড়ায় এবং তারা তাদের অস্ত্র ধারণ করে। এরপর যখন সিজদা করে ফেলবে, তখন তারা যেন তোমাদের পেছনে অবস্থান নেয়। আর অপর একটি দল যারা সালাত আদায় করেনি তারা যেন তোমার সাথে এসে সালাত আদায় করে এবং তারা যেন তাদের সতর্কতা অবলম্বন ও অস্ত্র ধারণ করে। কাফিররা কামনা করে যদি তোমরা তোমাদের অস্ত্র-শস্ত্র ও আসবাব-পত্র সম্বন্ধে অসতর্ক হও তাহলে তারা তোমাদের উপর একসাথে ঝাঁপিয়ে পড়বে"।

অর্থাৎ যুদ্ধের ময়দানের কঠিন পরিস্থিতিতেও নিজেদের সতর্কতা অবলম্বন করে সালাত আদায় করতে হবে। এই নির্দেশ থেকে আমরা সালাত আদায়ের গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারি। যেখানে দ্বীন প্রতিষ্ঠায় যুদ্ধের ময়দানেও ফরজ সালাত ছেড়ে দেওয়ার সুযোগ কোন নেই সেখানে জীবনের কোন পরিস্থিতিতে কোন অজুহাতেই ফরজ সালাত সমূহ তার ওয়াক্ত মতো আদায় না করার কোন সুযোগ নেই।

১০

যে জাতি সালাত ত্যাগ করে সে জাতি হিদায়াতের পথ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। যে জাতি সালাতকে বিনষ্ট করে গুরুত্বের সাথে সালাত আদায় করে না সে জাতির দুনিয়া ও আখিরাতের জীবন ধ্বংস হয়ে যায়। ঈমান আনয়নের পরে সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান কাজ হলো সালাত আদায় করা।

আল্লাহ্ তায়ালা সূরা আল বাকারার ২৭৭ নং আয়াতে বলেন,
(إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ وَأَقَامُوا الصَّلَوةَ ج وَاتَوُا الزَّكُوةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ)

"নিশ্চয় যারা ঈমান আনে ও নেক আমল করে এবং সালাত কায়েম করে, আর যাকাত প্রদান করে, তাদের জন্য রয়েছে তাদের রবের নিকট প্রতিদান। আর তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা চিন্তিতও হবে না"।

অর্থাৎ আল্লাহ্ তায়ালা ঈমান আনয়নের পর সালাত কায়েম করার নির্দেশ দিয়েছেন; এরপর যাকাত আদায় করার নির্দেশ দিয়েছেন। যে আল্লাহ্ তায়ালার জন্য বিনম্রচিত্তে সালাত আদায় করে আল্লাহ্ তায়ালা তার জন্য প্রতিদান প্রস্তুত করে রেখেছেন এবং তাদের দুনিয়া ও আখিরাতে কোন ভয়ও নেই চিন্তাও নেই। আল্লাহ্ তায়ালা ই তাদের জন্য যথেষ্ট। আর যারা সালাত কে বিনষ্ট করে অর্থাৎ আল্লাহ্ তায়ালার সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে যথাযথভাবে সালাত আদায় করে না তাদের জন্য দুনিয়া ও আখিরাতের জীবনে রয়েছে ক্ষতি আর ধ্বংস।

আল্লাহ্ তায়ালা আল কুরআনে সূরা মারইয়াম এর ৫৯ নং আয়াতে বলেন,
(فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلٰوةَ وَ اتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا)
"তাদের পরে আসল এমন এক অসৎ বংশধর যারা সালাত বিনষ্ট করল এবং কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করল। সুতরাং শীঘ্রই তারা জাহান্নামের শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে"।

এই আয়াত থেকে এটা অনুধাবন করা যায় যে সালাত বিনষ্ট করার মাধ্যমে মানুষ কুপ্রবৃত্তির অনুসরণকারী হয়ে যায়। আর তাদের জন্যই রয়েছে জাহান্নাম।অর্থাৎ আল্লাহ্ তায়ালার সন্তুষ্টি অর্জন করতে হলে; তাঁর প্রিয় বান্দা হতে হলে; দুনিয়া ও আখিরাতে সফলতা অর্জন করতে হলে নিয়মিত গুরুত্বের সাথে সালাত আদায় করতে হবে।

১১

সালাতের প্রতি যত্নবান হতে হবে। উদাসীনতার সাথে নিজের খেয়াল খুশিমতো সালাত আদায় করা যাবে না। সালাত আদায় করতে হবে শুধুমাত্র আল্লাহ্ তায়ালার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে। দুনিয়ার কোন স্বার্থ হাসিলের জন্য, লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাউকে সন্তুষ্ট করার জন্য অথবা ভয়ে আদায়কৃত সালাত আল্লাহ্ তায়ালার কাছে গ্রহণযোগ্য নয়।

আল্লাহ্ তায়ালা সূরা মাঊনের ৪-৬ নং আয়াতে বলেন,

فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ

"অতএব সেই সালাত আদায়কারীদের জন্য দুর্ভোগ",

الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ

"যারা নিজদের সালাতে অমনোযোগী"

الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ)

"যারা লোক দেখানোর জন্য তা করে",

এখানে আল্লাহ্ তায়ালা সেসব লোকদের ধ্বংসের কথা বলেছেন যারা তাদের সালাত সম্পর্কে উদাসীন এবং লোক দেখানোর জন্য সালাত আদায় করে।

১২

সালাত ত্যাগকারীর চূড়ান্ত পরিণতি হলো জাহান্নাম। যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে নিজের খেয়াল খুশিমতো সালাত পরিত্যাগ করে তার শাস্তির জন্য আল্লাহ্ তায়ালা জাহান্নামের আগুন প্রস্তুত করে রেখেছেন।

আল্লাহ্ তায়ালা সূরা মুদ্দাসির এর ৪২-৪৩ নং আয়াতে বলেন,

)مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ(

"কিসে তোমাদেরকে জাহান্নামের আগুনে প্রবেশ করাল"?

(قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ)

"তারা বলবে, 'আমরা সালাত আদায়কারীদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিলাম না"।

এই আয়াতসমূহ থেকে এটা স্পষ্ট হয় যে, যে ব্যক্তি নিজের জীবন থেকে সালাতকে বাদ দিবে অর্থাৎ সালাত আদায়কারী হবে না সে জাহান্নামের অধিবাসী হবে।

হাদিস এর আলোকে সালাতের (নামাজের) গুরুত্ব ও ফজিলত

আল কুরআনের পর ইসলামি শরিয়তের বিধানের দ্বিতীয় মাধ্যম হলো আল হাদিস। রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর হাদিস কুরআনের সর্বোত্তম ব্যাখ্যা স্বরুপ। কুরআনের মাধ্যমে যেমন সালাতের গুরুত্ব সম্পর্কে জানা যায় তেমনি হাদিসের মাধ্যমে সালাত আদায়ের সকল বিধিবিধান ও এর গুরুত্ব সম্পর্কে জানা যায়।

১

ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের মধ্যে সালাত দ্বিতীয়। ঈমানের পরেই সালাতের স্থান। ঈমানদার ব্যক্তি মাত্রই সালাত আদায়কারী হবে। কারণ ইসলাম সালাত ছাড়া অসম্পূর্ণ।

রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,
ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি।
১। আল্লাহ্ ছাড়া ইলাহ্ নেই এবং নিশ্চয় মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল-এ কথার সাক্ষ্য দান।
২। সালাত (নামায/নামাজ) কায়েম করা
৩। যাকাত দেওয়া
৪। হাজ্জ (হজ্জ) করা এবং
৫। রামাদান এর সিয়াম পালন করা। (সহিহ বুখারী,৭)

কোন ব্যক্তি ঈমানের সাক্ষ্য দেয়ার পরেই তার উপর পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরজ হয়ে যায়। ইসলামে পরিপূর্ণভাবে প্রবেশ করতে হলে সালাত কায়েম করতে হবে। কারণ স্তম্ভ ছাড়া যেমন কোন স্থাপনা মজবুতভাবে টিকে থাকতে পারে না তেমনিভাবে ইসলামের অন্যতম স্তম্ভ সালাত ছাড়া কোন ব্যক্তির ইসলামের ইমারত মজবুত হয় না।

২

মুমিন ব্যক্তি মাত্রই সালাত আদায়কারী হবে কারণ সালাত ঈমানের পরিচয় বহন করে। যে ব্যক্তি নিয়মিতভাবে সালাত আদায় করে না তার ঈমান পরিপূর্ণ নয়। কারণ সালাত আদায় না করা কাফিরদের স্বভাব। আজানের ধ্বনি যখন কানে পৌঁছায় তখন মুমিন

ব্যক্তি তার রবের ডাকে সাড়া দিয়ে সালাত আদায় করে আর কাফির তার রবের ডাকে সাড়া দেয় না, সালাত আদায় করে না।

রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,
"আমাদের ও তাদের (কাফিরদের) মধ্যে যে পার্থক্য তা হলো সালাত। অতএব, যে সালাত ছেড়ে দিল সে কুফুরী করল"। (আবু দাউদ, নাসাঈ, তিরমিযী, ইবন মাজাহ)

রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আরো বলেন,
"মানুষ এবং শির্ক কুফুরীর মধ্যে পার্থক্য সালাত ছেড়ে দেওয়"। (সহীহ মুসলিম)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি ঈমানের দাবি করার পরও নিয়মিত সালাত আদায় করে না তার ঈমান প্রকৃত ঈমান নয় বরং তা কাফিরদের স্বভাব। যার অন্তরে ঈমান আছে সালাতের সময় হওয়ার পর তার অন্তর বিচলিত হয়ে থাকে যতক্ষণ না সে সালাত আদায় করে। আর সালাত ত্যাগে কাফিরদের অন্তরে কোন প্রভাবই পরে না।

রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আরো বলেন,
"যে ব্যক্তি সালাতের হিফাযত করলো, সালাত তার জন্য কিয়ামতের দিন জ্যোতি, প্রমাণ ও নাজাতের উসীলা হবে, আর যে সালাতের হিফাযত করলো না, তার জন্য সালাত কিয়ামতের দিন জ্যোতি, প্রমাণ ও নাজাতের উসীলা হবে না এবং কারূন, ফির‘আউন, হামান এবং উবাই ইবন খালফের সাথে তার হাশর হবে"। (মুসনাদে ইমাম আহমদ)

কিয়ামতের দিন সালাত আদায়কারীর সালাত তার জন্য আলো ও নাজাতের কারণ হবে আর যে সালাতে আদায় করবে না তার হাশর হবে ফির'আউন,হামানের মতো কাফিরদের সাথে কারণ তারাও সালাত আদায়কারী ছিল না।

৩

সালাত ত্যাগকারী নিজের পরিবার ও ধন-সম্পদ ধ্বংস হয়ে যাওয়ার চেয়েও অধিক ক্ষতিগ্রস্ত।

রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,
"যে ব্যক্তির আসর সালাত ছুটে গেল, তার যেন পরিবার ও ধন সম্পদ নষ্ট হয়ে গেল"। (সহীহ মুসলিম)

শুধুমাত্র আসর সালাত ছুটে যাওয়ায় যদি এত ক্ষতি হয় তবে যে সকল ওয়াক্তের সালাত ছেড়ে দেয় তার অবস্থা কী হবে?
সালাত ত্যাগকারীকে কবরে শাস্তি দেওয়া হবে।

সহীহ বুখারীতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এক স্বপ্নের বর্ণনায় রয়েছে:
"তিনি চিৎ অবস্থায় শায়িত এক ব্যক্তির নিকট আসলেন, এমতাবস্থায় একটি পাথর হাতে দাঁড়িয়ে রয়েছে অন্য একজন, অতঃপর সে উক্ত পাথর দিয়ে তার (শায়িত ব্যক্তির) মাথায় আঘাত করছে, যার ফলে তার মাথা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাচ্ছে, পাথরটি ছিটকে দূরে চলে যাচ্ছে, পুনরায় সে দৌড়ে গিয়ে পাথরটি নিয়ে ফিরা মাত্র উক্ত ব্যক্তির মাথা পূর্বের ন্যায় ঠিক হয়ে যাচ্ছে। পুনরায় ঐ ব্যক্তি আপন স্থানে ফিরে তাকে ঐ ভাবেই (শাস্তি) দিচ্ছে যেভাবে প্রথমবার দিয়েছিল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ঐ ব্যক্তির ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করেন তখন দুই ফিরিশতা তাঁকে অবহিত করেন যে, এতো ঐ ব্যক্তি যে কুরআন পড়ত, কিন্তু তার প্রতি আমল করত না এবং ফরয সালাত ছেড়ে ঘুমাত"।

কত কঠিন শাস্তি আল্লাহ্ তায়ালা প্রস্তুত রেখেছেন কবরে তাদের জন্য যারা ফজর সালাত ছেড়ে ঘুমিয়ে থাকে।

৪

সালাত সর্বোত্তম ইবাদত। ঈমান গ্রহণ করার পর সালাত হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। সালাত আল্লাহ্ তায়ালার নিকট খুবই পছন্দের আমল।

আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করেন: সর্বোত্তম আমল কোনটি? তিনি বলেন, "সময়মত সালাত আদায় করা"। আব্দুল্লাহ্ ইবন মাসউদ বলেন, তারপর কোনটি? তিনি বলেন, "পিতা-মাতার সাথে সৎ ব্যবহার করা"। আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ বলেন, আমি বললাম: তারপর কী? তিনি বললেন: "আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা।" (সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম)

অর্থাৎ আল্লাহ্ তায়ালার নিকট সর্বোত্তম আমল হলো সালাত আদায় করা। সালাত আল্লাহ্ তায়ালার কাছে এত প্রিয় যে সালাতের হিফাযতকারীকে আল্লাহ্ তায়ালা জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,
"আল্লাহ বান্দার ওপর পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরয করেছেন, যে তা হিফাযত করল তার জন্য আল্লাহর প্রতিশ্রুতি হলো যে, তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন"। (আবু দাউদ, নাসাঈ, তিরমিযী, ইবন মাজাহ)

৫

সালাত আদায়কারী ব্যক্তির হিফাযতের দায়িত্ব আল্লাহ্ তায়ালার। যে ব্যক্তি নিয়মিত সালাত আদায় করে সে যেন সম্পূর্ণভাবে নিজেকে আল্লাহ্ তায়ালার নিকট সমর্পণ করল। আর যে নিজেকে আল্লাহ্ তায়ালার নিকট সমর্পণ করে আল্লাহ্ তায়ালাই তার জন্য যথেষ্ট হয়ে যান। যার জন্য আল্লাহ্ তায়ালা যথেষ্ট হয়ে যান, যার হিফাজতকারী স্বয়ং আল্লাহ্ তায়ালা তার চিন্তা ও ভয়ের কোন কারণই থাকে না।

রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

"যে ব্যক্তি সকালের (ফজরের) সালাত আদায় করল সে আল্লাহর জিম্মায় (নিরাপত্তায়), কেউ যেন আল্লাহর এ জিম্মাদারী নষ্ট না করে। যে কেউ তাকে হত্যা করবে, আল্লাহ তাকে পাকড়াও করবেন এবং তাকে আল্লাহ তাকে জাহান্নামে অধোমুখে নিক্ষেপ করবেন"। (সহীহ মুসলিম)

ফজর হলো দিনের শুরুর সালাত। যে দিনের শুরুতে আল্লাহ্ তায়ালার ডাকে সাড়া দিয়ে ফজরের সালাত আদায় করে, নিজেকে আল্লাহ্ তায়ালার কাছে সমর্পণ করে আল্লাহ্ তায়ালা তার জিম্মাদার হয়ে যান। আল্লাহ্ তায়ালার যিম্মাদারিতে থাকা তার বান্দাদের যে কষ্ট দেয় তিনি তার বিরুদ্ধে তাঁর বান্দার জন্য যথেষ্ট হয়ে যান ।

৬

সালাত বান্দার গুনাহসমূহ মিটিয়ে দেয়। সালাত আদায়কারীর সালাত তার জন্য গুনাহের কাফফারা স্বরুপ।

রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লা) বলেছেন,
"যে কোনো মুসলিম ব্যক্তি সালাতের ওয়াক্ত পেল আর সালাতের জন্য উত্তমরূপে অযু করল যথাযথ খুশু-খুযু নিয়ে সালাত আদায় করল, ঠিকমত রুকু করল। এ সালাত তার বিগত গুনাহের কাফ্ফারা হবে যতক্ষণ পর্যন্ত সে কবীরা গুনাহে লিপ্ত না হবে। আর এই ফযীলত সব সময়ের জন্য"। (সহীহ মুসলিম)

রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আরো বলেছেন,
"পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ, এক জুমা থেকে আরেক জুমা, এক রমজান থেকে আরেক রমজান এর মধ্যবর্তী সময়ের গুনাহকে মিটিয়ে দেয়; যদি ওই ব্যক্তি কবীরা গুনাহ থেকে বেঁচে থাকে (ওই ব্যক্তির যদি কবীরা গুনাহ না থাকে)"। -(সহীহ মুসলিম)

এখানে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যতক্ষণ না কবীরা গুনাহের লিপ্ত হবে অর্থাৎ সকল সগীরা গুনাহসমূহ সালাত আদায়ের মাধ্যমে আল্লাহ্ তায়ালা ক্ষমা করে দেন। কারণ কবীরা গুনাহসমূহ আন্তরিক তওবার মাধ্যমে ক্ষমা হয়।

হজরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন-
"(তোমাদের কী মনে হয়?) কারো বাড়ির পাশে যদি নদী থাকে আর সে তাতে প্রতিদিন পাঁচ বার গোসল করে, তার শরীরে কি কোনো ময়লা থাকবে? সাহাবায়ে কেরাম উত্তরে বললেন, না, তার শরীরে কোনো ময়লা অবশিষ্ট থাকবে না। নবীজী তখন বললেন- পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের দৃষ্টান্তও এমন। এর মাধ্যমে আল্লাহ (বান্দার) পাপসমূহ মুছে দেন"। -(সহীহ মুসলিম; সহীহ বুখারী)

যে ব্যক্তি পাঁচ ওয়াক্ত সালাত নিয়মিতভাবে গুরুত্বসহকারে আদায় করবে আল্লাহ্ তায়ালা তাকে গুনাহ থেকে পবিত্র করে দিবেন।

৭

সালাতের মাধ্যমে বান্দা আল্লাহ্ তায়ালার নিকটবর্তী হয়। সিজদার সময় বান্দা আল্লাহ্ তায়ালার সবচেয়ে নিকটবর্তী হয়। তাই এই সময় আল্লাহ্ তায়ালার নিকট বেশি বেশি দুআ করতে হবে।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,
"বান্দা স্বীয় রবের সবচেয়ে নিকটবর্তী হয় সিজদাহ অবস্থায়। অতএব, তোমরা সিজদায় বেশি-বেশি দো'আ কর"। (সহীহ মুসলিম)

সালাত বান্দার অন্তরের প্রশান্তি, সকল বিপদের সমাধান। সালাতের মাধ্যমে বান্দা সকল বিপদ ও কষ্টের সময় প্রশান্তি লাভ করে।

হুযাইফা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন,
"যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারের সম্মুখীন হতেন তখন সালাত আদায় করতেন"।(মুসনাদে আহমদ)

সালাতের মাধ্যমে বান্দা সরাসরি আল্লাহ্ তায়ালার নিকট সাহায্য চায়। আর যাকে আল্লাহ্ তায়ালা সাহায্য করেন তার কোন কষ্ট ও বিপদ থাকে না। যে সবসময় গুরুত্বের সাথে সালাত আদায় করে তার সাথে আল্লাহ্ তায়ালার সম্পর্ক মজবুত হয়। যে সুখের সময় আল্লাহ্ তায়ালাকে স্বরণ রাখে আল্লাহ্ তায়ালা তার বিপদের সময় তাকে স্বরণ রাখেন।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,
"তুমি আল্লাহকে সুখে-সাচ্ছন্দে চেন, আল্লাহ তোমাকে বিপদে-আপদে চিনবে"। (মুসনাদ আহমদ)

যে আল্লাহ্ তায়ালাকে সবসময় স্বরণ রাখে আল্লাহ্ তায়ালাও তাকে সবসময় স্বরণ রাখেন।

৮

ঈমানের পর সালাত হলো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আমল। যে সালাত ছেড়ে দেয় ইসলামে তার কোন অংশ থাকে না। সালাত ঠিক থাকলে তা অন্যান্য আমলকেও ঠিক করে দেয়। আল্লাহ্ তায়ালা হাশরের ময়দানে সর্বপ্রথম সালাতের হিসাব নিবেন। যে সালাতকে হিফাযত করবে আল্লাহ্ তায়ালা তাকে হিফাযত করবেন। আর যার সালাতের হিসাব মিলবে না তার অন্য হিসাবও মিলবে না।

রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন,
"কিয়ামতের দিন বান্দাকে সর্বপ্রথম তার সালাত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। সালাত টিকলে তার অন্য সকল আমল টিকে যাবে। আর সালাতই যদি নষ্ট হয় তবে সে নিরাশ ও ধ্বংসগ্রস্ত হবে। যদি তার ফরয থেকে কিছু কম পড়ে তবে আল্লাহ বলবেন, দেখ আমার বান্দার কোনো নফল আছে কিনা, তখন তার নফল সালাত দিয়ে ফরযে ত্রুটিবিচ্যুতি পূরণ করা হবে। অতপর তার সকল আমল এরূপ হবে"।

যার ফরজ সালাত ঠিক থাকবে আল্লাহ্ তায়ালা তার অন্যান্য আমলে ত্রুটি থাকলেও তা ঠিক করে দেবেন। আর যার ফরজ সালাত ঠিক থাকবে না সে কিয়ামতের দিন ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। এছাড়াও বেশি বেশি নফল সালাত আদায় করতে হবে যাতে ফরজ সালাতে কিছু ত্রুটি থাকলেও তা নফলের মাধ্যমে পূরণ হয়ে যায়।(তিরমিযী)

৯

সালাত ইসলামের এত গুরুত্বপূর্ণ অংশ যে, যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে ফরজ সালাত ত্যাগ করবে রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তার যিম্মাদারি থেকে মুক্ত।

রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন,
"ইচ্ছাপূর্বক এক ওয়াক্ত ফরয সালাতও পরিত্যাগ করবে না। কারণ যে ব্যক্তি ইচ্ছাপূর্বক এক ওয়াক্ত ফরয সালাত পরিত্যাগ করবে, সে আল্লাহর যিম্মা ও তাঁর রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যিম্মা থেকে বহিস্কৃত হবে".(হাকিম,আল-মুসতাদরাক)

কত ভয়ানক সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে এই হাদিসে।
এর চেয়ে দুর্ভাগ্যের আর কী হতে পারে? যে আল্লাহ্ তায়ালার ও রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যিম্মা থেকে মুক্ত তার নাজাতের কী আর কোন পথ থাকে? তার তো শাফায়াত লাভের আশাও থাকে না।
অপরদিকে যে পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ সালাতের হিফাযত করে আল্লাহ্ তায়ালাই তার জন্য যথেষ্ট হয়ে যান। সে আল্লাহ্ তায়ালার যিম্মাদারিতে থাকে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর শাফায়াতের উপযুক্ত হয়। এর চেয়ে বড় সফলতা আর কি হতে পারে।

১০

ইসলাম হলো পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা। মানুষের জীবনের প্রত্যেকটি বিষয়ের বিস্তারিত ব্যাখ্যা রয়েছে ইসলামে। ব্যক্তিগত জীবন থেকে শুরু করে পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, আন্তর্জাতিক প্রতিটি ক্ষেত্রেই ইসলাম হলো পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা।

আর সালাত হলো এর অন্যতম অংশ। যার জীবনে সালাত থাকে না তার ইসলামে আর কোন অংশ থাকে না।

রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,
"সর্বপ্রথম তোমরা তোমাদের দীনের যা হারাবে তাহলো আমানত এবং সর্বশেষ দীনের যা হারাবে তাহলো সালাত"। (বাইহাকী হাদীসটিকে তার শু'আবুল ঈমানে বর্ণনা করেন)

ইসলাম থেকে বের হয়ে যাওয়ার সর্বশেষ মাধ্যম হলো সালাত ছেড়ে দেওয়া। তাই ইসলামের এই অপরিহার্য অংশকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরতে হবে।

http://www.hadithbd.com

সাহাবিদের জীবনে সালাতের(নামাজের)গুরুত্ব

সাহাবিদের জীবনে সালাতের গুরুত্ব ছিল অনেক।

সাহাবারা নবীজির কাছ থেকে সালাত আদায়ের পূর্ণ স্বাদ ও তৃপ্তি লাভের উপায় শিখেছিলেন। ঘরে, বাইরে, যুদ্ধের ময়দানে সর্বক্ষেত্রে এর প্রমাণ দিয়েছেন তারা। এমনকি শত্রুর নিক্ষিপ্ত তীর শরীরে বিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও সালাতে পূর্ণ খুশু বজায় রাখতেন। তাঁরা এটা দৃঢ়ভাবে অন্তরে ধারণ করতে পেরেছিলেন যে বান্দা যখন সালাতে দাঁড়ায় তখন সে যেন তার প্রতিপালকের সঙ্গে কথোপকথন করে।

১

হজরত তালহা (রা.) ছিলেন একজন বিখ্যাত সাহাবি। তিনি জীবন্ত শহীদ হিসেবে বিখ্যাত একজন সাহাবি।

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আবু বকর (রা) বলেন,

"আবু তালহা আনসারী (রা.) একবার তার এক বাগানে সালাত আদায় করছিলেন। তখন একটি ছোট পাখি উড়তে শুরু করল (বাগান এত ঘন ছিল যে এই ক্ষুদ্র পাখিটি পথ খুঁজে পাচ্ছিল না), তাই পাখিটি এদিক-সেদিক বের হওয়ার পথ খুঁজতে শুরু করল। এই দৃশ্য তার খুব ভালো লাগল। ফলে তার মনোযোগ কিছুটা সেদিকে চলে গেল। তারপর আবার সালাতের দিকে মনোযোগ দিলেন। কিন্তু অবস্থা এই দাঁড়াল যে, তিনি স্মরণ করতে পারছিলেন না, সালাত কত রাকাত আদায় করেছেন। বাগানের এ সম্পদ যেন তাকে পরীক্ষায় ফেলে দিয়েছে।

হজরত তালহা (রা.) রাসুলুল্লাহ (সা.) এর খেদমতে উপস্থিত হলেন এবং বাগানে তার সম্মুখে যে পরীক্ষা উপস্থিত হয়েছিল তা বর্ণনা করলেন। তারপর বললেন, হে আল্লাহর রাসুল! যে সম্পদ আমার সালাতের মনোযোগ কেড়ে নিয়েছে তা আমি আল্লাহর জন্য দান করে দিচ্ছি। আপনি যেখানে পছন্দ করেন তা সেখানে ব্যয় করুন" ।(মুয়াত্তা ইমাম মালিক)

আজ যেখানে আমরা দুনিয়ার পিছনে ছুটতে গিয়ে সালাতকে অবহেলা করি সেখানে সাহাবিরা(রা) সালাতের মনোযোগ নষ্ট করার কারণে তাঁদের সম্পদকে দান করে দিতেন। কারণ তাঁদের জীবনে সালাতের স্থান ছিল অনেক উঁচুতে।

২

রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সাহাবীরা সালাত বিহীন জীবনকে অর্থহীন মনে করতেন।সাহাবীদের সালাতের সাথে ভালোবাসা ছিল অফুরন্ত।

হযরত আবু বকর রা.-এর নামাযে দাঁড়ানো প্রসঙ্গে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা. বর্ণনা করেন যে, তিনি যখন সালাতে দাঁড়াতেন তখন এমন নিশ্চুপ ও নিশ্চল হয়ে থাকতেন, মনে হত, একটি কাঠ মাটিতে গেড়ে দেওয়া হয়েছে।

সাহাবীরা যখন সালাত আদায় করতেন তখন তাঁদের দেহ দুনিয়ার জমিনে থাকলেও তাদের অন্তর থাকত সাত আসমানের উপর আল্লাহ্ তায়ালার সম্মুখে। কারণ তাঁরা সালাতের প্রকৃত অর্থ উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। তাই তাঁদের সালাত ছিল অনেক বেশি আন্তরিকতায় পরিপূর্ণ। ফলে তাঁরা সালাতের প্রকৃত স্বাদ পেয়েছিলেন।
আমাদেরকেও সালাতের পরিপূর্ণ ফজিলত এবং স্বাদ পেতে হলে খুশু খুজুর সাথে অর্থাৎ পরিপূর্ণ মনোযোগ ও আন্তরিকতার সাথে সালাত আদায় করতে হবে।

৩

সালাত ছিল সাহাবীদের জীবনে আত্মার খাদ্য। এর মাধ্যমে তাঁরা যেমন নৈতিকতা ও আধ্যাত্মিকতার চরম শিখরে উন্নীত হয়েছেন তেমনি দুনিয়ার সকল বিপদ ও পরীক্ষা মোকাবেলা করার শক্তি অর্জন করেছো।

আবু লুলু উমর (রা:) কে ফজরের সালাতের ইমামতি করা অবস্থায় বিষাক্ত খনজর দিয়ে আঘাত করে। লোকজন ওমর (রা) কে আহত অবস্থায় তুলে তাঁর ছেলে আব্দুল্লাহর বাড়িতে নিয়ে যায়।অন্যান্য সাহাবারা তাড়াতাড়ি সালাত শেষ করলেন। এতে প্রমাণিত হয়, পরিস্থিতি যাই হোক, পরিস্থিতি থেমে গেলে সালাত শেষ করে নিতে হবে।

উমর রা বেঁহুশ হয়ে পড়েছিলেন। হুঁশ ফিরে আসার পরে তিনি দেখলেন চারদিক থেকে লোকজন তাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে এবং তাঁর শরীর রক্তে রঞ্জিত। তখন প্রথম যে প্রশ্নটি তাঁর মুখ থেকে বের হয় তা হলো- মানুষ কি সালাত শেষ করেছে? উত্তরে তাঁরা বললেন- হ্যাঁ। মানুষ তাদের সালাত শেষ করেছে।

উমর রা তখন বলেন-

"আলহামদুলিল্লাহ।

যে সালাত পরিত্যাগ করে ইসলামে তার কোনো অংশ নেই।"

এরপর আব্দুল্লাহকে(রা:) বললেন- আমার জন্য পানি নিয়ে এসো। আব্দুল্লাহ(রা:) ভেবেছিলেন তিনি হয়তো পানি পান করবেন। কিন্তু, না, তিনি ওযু করার জন্যে পানি চেয়েছেন। তিনি তো তাঁর ফজরের সালাত শেষ করতে পারেননি। এটাই তাঁর একমাত্র চিন্তা এখন।

এমন পরিস্থিতিতে এ ধরণের চিন্তা শুধু একজন মুত্তাকী, একজন মুমিনের মাথাতেই আসতে পারে। তো, প্রথম যে কাজটি তিনি করলেন তিনি তাঁর ফজরের সালাত শেষ করলেন। যদিও তাঁর শরীর থেকে রক্ত ঝরছিল।

উমর রা এর জীবনের অন্তিম মুহূর্তের এই ঘটনা থেকে আমরা সাহাবীদের জীবনে সালাতের গুরুত্ব কত বেশি ছিল তা বুঝতে পারি।

৪

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাহাবীরা নিজেদের জীবনের চেয়েও বেশি সালাতকে গুরুত্ব দিতেন। তাঁরা সালাতের প্রকৃত মর্ম উপলব্ধি করতে পেরেছিলাম। তাঁরা যখন সালাত আদায় করতেন তখন এমনভাবে সালাতের মধ্যে নিমজ্জিত হয়ে যেতেন যে দুনিয়ার কোন কিছুই তাঁদের মনোযোগ নষ্ট করতে পারত না।

এক যুদ্ধের ঘটনা। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতের বেলা দুজন সাহাবীকে পাহারার দায়িত্ব দিলেন। তাঁদের একজন ছিলেন মুহাজির অপরজন আনসারী। দুজনে সিদ্ধান্ত নিলেন, আমাদের একজন রাতের দ্বিপ্রহর পর্যন্ত পাহারা দিবে

অপরজন বিশ্রাম নিবে। অতঃপর দ্বিতীয় জন উঠে পাহারা দিবে আর প্রথম জন বিশ্রাম নিবে। এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী রাতের প্রথমভাগে আনসারী সাহাবী পাহারা দেওয়া শুরু করলেন এবং মুহাজির সাহাবী শুয়ে পড়লেন।আনসারী সাহাবী ভাবলেন শুধু বসে না থেকে বরং নামায পড়ি। নামায শুরু করার পর শত্রুশিবির থেকে এক কাফের এসে তাঁকে দাড়িয়ে থাকতে দেখে তীর ছুড়ল। তিনি অবিচল দাড়িয়ে থাকলেন। ঐ দুশমন মনে করল তীর হয়তো ঠিকমতো লাগেনি। তাই সে আবার তীর ছুড়ল। এদিকে ঐ সাহাবী একভাবেই দাড়িয়ে রইলেন। ওদিকে ঐ দুশমনও একের পর এক তীর ছুড়তে লাগল। আর তা সাহাবীকে বিদ্ধ করতে থাকল। সাহাবী ধীরস্থিরভাবে রুকু-সেজদা আদায় করে যথারীতি নামায শেষ করলেন এবং মুহাজির সাথীকে জাগ্রত করলেন। মুহাজির সাহাবী তাঁর শরীর থেকে রক্ত প্রবাহিত হতে দেখে ব্যাকুল হয়ে গেলেন এবং ঘটনা শুনে বললেন, তুমি আমাকে আরো আগে কেন জাগ্রত করনি? আনসারী সাহাবী উত্তর দিলেন, আমি সূরা কাহাফ তেলাওয়াত করছিলাম, শেষ না করে রুকুতে যেতে ইচ্ছে হল না। কিন্তু পরে আশঙ্কা হল আমার গায়ে যেভাবে তীর বিদ্ধ হচ্ছে তাতে যেকোনো অবস্থায় আমি শহীদ হয়ে যেতে পারি। আর তোমাকে জাগানোর আগেই যদি আমি শহীদ হয়ে যাই তাহলে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যে উদ্দেশ্যে পাহারা দিতে বলেছিলেন তা ব্যর্থ হয়ে যাবে। তাই তাড়াতাড়ি নামায শেষ করে ফেলেছি। যদি এ আশংকা না হত তাহলে সূরা শেষ না করে আমি রুকুতে যেতাম না। যদিও আমার জীবন-প্রদীপ নিভে যাক না কেন।

এত কঠিন যন্ত্রণাও সালাত থেকে তাঁদের ফেরাতে পারেনি। আর আজ আমরা সালাতের প্রতি কত উদাসীন। কারণ তাঁরা সালাতের মাধ্যমে আল্লাহ্ তায়ালার সাথে সম্পর্কযুক্ত হতে পেরেছিলেন আর আমরা তা করতে ব্যর্থ হয়েছি।

পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ সালাতের(নামাজের)সংক্ষিপ্ত বর্ণনা

আল্লাহ্ তায়ালা দিনে রাতে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরজ করেছেন।

ফজরের সালাত : ফজরের ফরজ সালাত দুই রাকাত। এর সময় হলো সুবহে সাদেকের পর থেকে সূর্যোদয়ের আগ পর্যন্ত।

জোহরের সালাত : জোহরের ফরজ সালাত চার রাকাত। এর সময় শুরু হয় সূর্য মধ্য আসমান থেকে ঢলে পড়ার পর। প্রতিটি বস্তুর ছায়া দ্বিগুণ হওয়া পর্যন্ত জোহরের ওয়াক্ত বিদ্যমান থাকে। অর্থাৎ ছায়া দ্বিগুণ হওয়ার পর জোহরের সময় শেষ হয়। তবে অন্য মাজহাব মতে, বস্তুর ছায়া তার সমপরিমাণ হলে জোহরের ওয়াক্ত শেষ হয়ে যায়। তাই এর আগেই জোহরের সালাত আদায় করা উত্তম।

আসরের সালাত: আসরের ফরজ সালাত চার রাকাত। জোহরের সময় শেষ হওয়ার পর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত এর সময়।

মাগরিবের সালাত: মাগরিবের ফরজ সালাত তিন রাকাত। এর সময় হলো সূর্যাস্তের পর পশ্চিম আকাশ থেকে লালিমা বিদায় নেওয়া পর্যন্ত।

ইশার সালাত: ইশার ফরজ সালাত চার রাকাত। এর সময় হলো আকাশের লালিমা বিদায় নেওয়ার পর থেকে সুবহে সাদেকের আগ পর্যন্ত। তবে রাতের এক তৃতীয়াংশ দেরি করে ইশার সালাত আদায় করা মুস্তাহাব। আর বিনা ওজরে অর্ধ রাতের পর ইশার সালাত আদায় করা মাকরুহ।

বিতরের সালাত: বিতরের সালাত তিন রাকাত। বিতরের সালাত হলো ওয়াজিব সালাত। এর সময় হলো ইশার সালাতের পর থেকে ফজর সালাতের আগ পর্যন্ত।

প্রতি ওয়াক্তে ফরজ ও ওয়াজিব সালাতের পাশাপাশি কিছু সুন্নত সালাত রয়েছে যা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে আদায় করেছেন এবং তাঁর উম্মতদের কেও আদায় করতে উৎসাহিত করেছেন।

সূত্র: ফিকহুস সালাত (IOM)

জামায়াতে সালাত(নামাজ)আদায়ের গুরুত্ব ও ফজিলত

জামায়াতে সালাত আদায়ের গুরুত্ব অনেক বেশি।
পবিত্র কুরআনে বিশেষ করে রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর হাদীসে জামায়াতে সালাত আদায়ের বিষয়ে অনেক বেশি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। মুমিন পুরুষদের জন্য পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ সালাত জামায়াতের সাথে আদায় করা জরুরি। তবে মুমিন নারীদেরকে নিজ ঘরের ভিতর সালাত করার প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে।

১

আল্লাহ্ তায়ালা আল কুরআনে সূরা বাকারার ৪৩ নং আয়াতে বলেন,
وَأَقِيمُوا الصَّلَوٰةَ وَآتُوا الزَّكَوٰةَ وَارْكَعُوا مَعَ
الرَّاكِعِينَ
"আর তোমরা সালাত কায়েম কর, যাকাত প্রদান কর এবং রুকুকারীদের সাথে রুকু কর"।

উক্ত আয়াতে রূকুকারীদের সাথে রুকু করো এই আদেশ দেয়ার মাধ্যমে সালাত আদায়কারীদের সাথে সালাত আদায়ের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ জামায়াতের সাথে সালাত আদায়ের নির্দেশ দিয়েছেন আল্লাহ্ তায়ালা।

২

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,
"আমার ইচ্ছে হয় কাউকে সালাত পড়ানোর দায়িত্ব দিয়ে লাকড়ির বোঝাসহ কিছু সংখ্যক লোক নিয়ে তাদের পিছু নেই যারা জামা'আতে উপস্থিত হয় না এবং তাদের ঘর-বাড়ী জ্বালিয়ে দেই"।(আবু দাউদ,৫৪৮)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জামা'আতে সালাত ত্যাগকারীদের ঘর-বাড়ী জ্বালিয়ে দেওয়ার মতো এতো কঠিন কাজ করার ইচ্ছা কখনোই পোষণ করতেন না যদি না জামা'আতে সালাত পড়া একান্ত গুরুত্বপূর্ণ ওয়াজিব হতো। এর মাধ্যমে তিনি মূলত জামায়াতে সালাত আদায়ের গুরুত্ব বুঝাতে চেয়েছেন।

৩

নিয়মিত সালাতের জামায়াত ত্যাগ করা মুনাফিকদের লক্ষণ। মুনাফিকদের জামায়াতে সালাত আদায় করা কঠিন। বিশেষ করে ফজর ও ইশার সালাত তাদের জন্য অনেক ভারি। কারণ তারা বাহ্যিকভাবে নিজেদের ঈমানদার দাবি করলেও তাদের অন্তর মুমিন নয়।

আব্দুল্লাহ ইবন উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,
"আমরা যখন কাউকে ইশা ও ফজরের সালাতে মসজিদে না দেখতাম তখন তার সম্পর্কে খারাপ ধারণা করতাম তথা তাকে মুনাফিক ভাবতাম"। (ত্বাবারানী/কবীর, হাদীস নং ১৩০৮৫; ইবন আবী শাইবাহ: ১/৩৩২)

৪

জামায়াতে সালাত আদায় মুসলিমদের ঈমান আমলের উন্নতির জন্য অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। জামায়াতে সালাত আদায় না করা যেমন মুমিনদের জন্য ক্ষতিকর তেমনি জামায়াতের সাথে সালাত আদায়ের অনেক ফজিলতও রয়েছে ।

আব্দুল্লাহ ইবন উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,
"জামা'আতে সালাত পড়া একা সালাত আদায়ের চাইতে সাতাশগুণ বেশি উত্তম"।(সুনানে তিরমিযি,২১৫)

আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,
"যে ব্যক্তি একমাত্র আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্য চল্লিশ দিন যাবৎ প্রথম তাকবীর সহ জামা'আতে সালাত আদায় করবে তার জন্য দু'টি মুক্তির সার্টিফিকেট লেখা হবে। একটি জাহান্নাম থেকে মুক্তির। আর আরেকটি মুনাফিকী থেকে মুক্তির"।(সুনানে তিরমিযি,২৪১)

উসমান ইবন আফফান রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

"যে ব্যক্তি ইশার সালাত জামা'আতে আদায় করলো সে যেন অর্ধ রাত পর্যন্ত নফল সালাত পড়লো। আর যে ব্যক্তি ইশা ও ফজরের সালাত জামা'আতে আদায় করলো সে যেন পুরো রাত নফল সালাত পড়লো"।(আবু দাউদ, হাদীস নং ৫৫৫)

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,
"যখন ইমাম সাহেব "আমীন" বলবেন তখন তোমরাও "আমীন" বলবে। কারণ, যার "আমীন" বলা ফিরিশতাগণের "আমীন" বলার সাথে মিলে যাবে তার পূর্বেকার সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে"।(আবু দাউদ, হাদীস নং ৯৩৬)

৫

আব্দুল্লাহ ইবন মাসঊদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন:

"যার ইচ্ছে হয় পরকালে আল্লাহর সাথে মুসলিম রূপে সাক্ষাৎ দিতে সে যেন জামা'আতে সালাত আদায় করতে সযত্ন হয়। আল্লাহ তা'আলা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সঠিক পথের দিশা দিয়েছেন। আর জামা'আতে সালাত পড়া তারই অন্তর্ভুক্ত। তোমরা যদি ঘরে সালাত পড়ুয়া অলসের ন্যায় ঘরে সালাত পড়ো তা হলে নিশ্চিতভাবে তোমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রদর্শিত সঠিক পথ থেকে সরে পড়লে। আর তখনই তোমরা পথভ্রষ্ট হবে। যে কেউ সুন্দরভাবে পবিত্রতার্জন করে মসজিদগামী হয় আল্লাহ তা'আলা তাকে প্রতি কদমের বদৌলতে একটি করে পুণ্য দিবেন ও একটি করে মর্যাদা উন্নীত করবেন এবং একটি করে গুনাহ মুছে দিবেন। তিনি বলেন: আমাদের মধ্যে নিশ্চিত মুনাফিক ছাড়া কেউ জামা'আতে উপস্থিত হওয়া থেকে বিরত থাকতো না। এমনকি কেউ কেউ দু'জনের কাঁধে ভর দিয়েও জামা'আতে উপস্থিত হতো" ।(আবু দাউদ, হাদীস নং ৫৫০)

কেউ পরকালে আল্লাহ তা'আলার সাথে মুসলিম রূপে সাক্ষাৎ দিতে চাইলে তাকে জামা'আতে সালাত আদায়ের ব্যাপারে যত্ন নিতে বলা হয়েছে এবং তাতে ঘরে সালাত আদায়কারীকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শ ও তাঁর আনীত শরী'আত বিরোধী বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। উক্ত আদর্শ বলতে এমন আদর্শকে বুঝানো হয় নি যা ইচ্ছে করলে ছাড়াও যায়; বরং এমন আদর্শকে বুঝানো হয়েছে যা ছাড়লে পথভ্রষ্ট ও মুনাফিক রূপে আখ্যায়িত হতে হয়।

আব্দুল্লাহ ইবন মাসঊদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে আরো বর্ণিত, তিনি বলেন,
"আমাদের মধ্যে নিশ্চিত মুনাফিক ও রুগ্ন ব্যক্তি ছাড়া কেউই জামা'আতে উপস্থিত হওয়া থেকে বিরত থাকতো না। এমনকি আমরা দেখতাম রুগ্ন ব্যক্তিও দু'ব্যক্তির কাঁধে ভর দিয়ে জামা'আতে উপস্থিত হতো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে সঠিক পথের দিশা দিয়েছেন। আর জামা'আতে সালাত আদায়ের নির্দেশ সঠিক পথের দিশা"।

সাহাবীরা জামায়াতে সালাত আদায়ের গুরুত্ব অনুধাবন করতে পেরেছিলেন বলেই তাঁরা অসুস্থতার সময় দু'জন এর কাঁধে ভর দিয়ে হলেও সালাতের জামায়াতে উপস্থিত হতেন।

৬

কোনো জায়গায় সালাতের সময় হলে এবং সেখানে তিন বা তিনের অধিক ব্যক্তি একত্রিত থাকলে তাদেরকে অবশ্যই উক্ত সালাত জামা‘আতে আদায় করতে হবে। এটিই হচ্ছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একান্ত আদেশ।

আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,
"যখন তারা তিনজন কোথাও একত্রিত হয় তখন তাদের কোনো এক জন যেন সালাতের ইমামতি করে। তবে ইমামতির উপযুক্ত তাদের মধ্যে যে কুরআন সম্পর্কে বেশি জানে" ।(সহীহ মুসলিম)

অর্থাৎ কোন জায়গায় তিনজন একত্রিত হলে জামায়াতে সালাত আদায় করতে হবে যদি আশেপাশে জামায়াতে সালাত আদায়ের ব্যবস্থা না থাকে। এই বিষয়ে অবহেলা করা যাবে না।

৭

আবুদ্দারদা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,
আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি তিনি বলেন,
“কোনো গ্রাম বা এলাকায় যদি তিনজন মানুষ থাকে অথচ সেখানে আযান-ইক্বামত দিয়ে ফরয সালাত আদায় করা হলো না তা হলে তাদের ওপর শয়তান জেঁকে বসবে। তাই তুমি জামা‘আতে সালাত পড়বে। কারণ, নেকড়ে বাঘ তো একমাত্র দলছুট ছাগলটিকেই খেয়ে ফেলে”(আবু দাউদ,৫৪৭)

অর্থাৎ কোন জাতি জামায়াতে সালাত আদায় পরিত্যাগ করলে শয়তান তাদেরকে সহজে ধোঁকা দিতে সক্ষম হয়। মুসলিমদের মধ্যে যে দৃঢ় ভ্রাতৃত্বের বন্ধন আছে তা দুর্বল হয়ে যায়। ফলে মুসলিমরা দুর্বল হয়ে পড়ে। তাই জামায়াতে সালাত আদায়ের গুরুত্ব এত বেশি যেন মুসলিমদের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন এত বেশি মজবুত থাকে যেন কোন শক্তি তা ভাঙতে না পারে

৮

জামায়াতের সাথে সালাত আদায়ের নির্দেশ আল কুরআনে ও হাদীসে খুবই গুরুত্বের সাথে প্রদান করা হয়েছে। এটি পুরুষদের জন্য ওয়াজিব পর্যায়ের আমল হলেও নারীদের জন্য নিজ ঘরের মধ্যে সালাত আদায় করা অধিক উত্তম।

উসমান ইবনু আবূ শায়বা , ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,
রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের মসজিদ সমূহে যাতায়াতের বাধা দিও না। কিন্তু তাদের ঘরসমূহই তাদের (নামাযের জন্য)-উত্তম স্থান" ।(আবু দাউদ ,৫৬৭)

আবদুল্লাহ্ ইবনু মাস্‌উদ (রাঃ) হতে বর্ণিত,
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,
"নারীদের ঘরে নামায আদায় করা বৈঠকখানায় নামায আদায় করার চাইতে উত্তম এবং নারীদের সাধারণ থাকার ঘরে নামায আদায় করার চেয়ে গোপন প্রকোষ্ঠে নামায আদায় করা অধিক উত্তম" ।(আবু দাউদ,৫৭০)

নারীদেরকে মসজিদে গিয়ে সালাত আদায় করা থেকে নিষেধ না করা হলেও তাদেরকে নিজ ঘরের মধ্যে সালাত আদায় করতে অনুপ্রাণিত করা হয়েছে।
যদি কখনো নারীদের জামায়াতে সালাত আদায়ের প্রয়োজন হয় তবে তারা পুরুষদের সাথে মিলে দাঁড়াবে না। তারা দাঁড়াবে পুরুষদের থেকে পৃথক হয়ে শেষ কাতারে।

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

“পুরুষদের সর্বোত্তম সারি হচ্ছে তাদের সর্বপ্রথম সারি। আর তাদের সর্বনিকৃষ্ট সারি হচ্ছে তাদের সর্বশেষ সারি। তেমনিভাবে মহিলাদের সর্বোত্তম সারি হচ্ছে তাদের সর্বশেষ সারি। আর তাদের সর্বনিকৃষ্ট সারি হচ্ছে তাদের সর্বপ্রথম সারি”।(আবু দাউদ,৬৭৮)

অন্যান্য সুন্নত ও নফল সালাত(নামাজ)আদায়ের গুরুত্ব ও ফজিলত

সালাত হলো আল্লাহ্ তায়ালার সাথে বান্দার সম্পর্ক স্থাপনের অন্যতম মাধ্যম। তাই ফরজ সালাত গুরুত্বের সাথে আদায়ের পাশাপাশি নফল সালাত আদায়ের প্রতিও যত্নবান হতে হবে।

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “কিয়ামতের দিন বান্দার নিকট থেকে তার আমলসমূহের মধ্যে যে আমলের হিসাব সর্বাগ্রে নেওয়া হবে, তা হল সালাত । সালাত ঠিক হলে সে পরিত্রাণ ও সফলতা লাভ করবে। নচেৎ (সালাত ঠিক না হলে) ধ্বংসও ক্ষতিগ্রস্ত হবে। সুতরাং (হিসাবের সময়) ফরয সালাতে কোন কমতি দেখা গেলে আল্লাহ তায়ালা ফিরিশ্তাদের উদ্দেশ্যে বলবেন, ‘দেখ, আমার বান্দার কোন নফল (সালাত) আছে কি না।’ অতএব তার নফল সালাত দ্বারা ফরয সালাতের ঘাটতি পূরণ করা হবে। অতঃপর আরো সকল আমলের হিসাব অনুরুপ গ্রহণ করা হবে। (আবু দাউদ,৮৬৪)

১

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ,
"যে ব্যক্তি দিনে-রাতে ১২ রাকাত সালাত আদায় করে তার জন্য জান্নাতে একটি বাড়ি বানানো হয়। জোহরের আগে চার রাকাত। পরে দুই রাকাত। মাগরিবের পরে দুই রাকাত। এশার পরে দুই রাকাত। ফজরের আগে দুই রাকাত" ।(সুনানে তিরমিজি,৪১৫)

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,
ফজরের দু’রাকআত সালাত দুনিয়া এবং সবকিছু থেকে উত্তম।(সুনানে তিরমিযি,৪১৬)

ফরজ সালাত ও ওয়াজিব বিতর সালাত আদায়ের পাশাপাশি দুনিয়া ও আখিরাতের সফলতার জন্য সুন্নত সালাতসমূহও যথেষ্ট গুরুত্বের সাথে আদায় করতে হবে।

২

ফরজ ও ওয়াজিব সালাতের পর সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ সালাত হলো তাহাজ্জুদ। আল কুরআনে তাহাজ্জুদের সালাত আদায়ে উৎসাহিত করা হয়েছে। এর মাধ্যমে মুমিন বান্দার মর্যাদা অনেক বৃদ্ধি পায়। হাদিসেও তাহাজ্জুদের সালাত আদায়ের প্রতি অনেক বেশি উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,
"রমজানের পর সর্বশ্রেষ্ঠ রোজা হলো আল্লাহর মাস মহররমের রোজা। আর ফরজ সালাতের পর সর্বশ্রেষ্ঠ সালাত হলো রাতের (তাহাজ্জুদের) সালাত" ।(সহীহ মুসলিম)

৩

সূর্য পরিপূর্ণভাবে উদিত হওয়ার পর ইশরাকের সালাত আদায় করতে হয়। রাসুলুল্লাহ (সা.) ফজরের সালাতের পর থেকে সূর্য উদিত হওয়া পর্যন্ত মসজিদে অবস্থান করতেন। এ সময় দোয়া, তাসবিহ পাঠ ও দ্বিনি আলোচনা করতেন। সূর্যোদয়ের পর তিনি দুই রাকাত সালাত আদায় করতেন। এই আমলের প্রতি রাসুলুল্লাহ (সা.) অন্যদেরও উৎসাহিত করেছেন।
আনাস ইবনে মালেক (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন,
"যে ব্যক্তি জামাতের সঙ্গে ফজরের সালাত আদায় করল এবং সূর্যোদয় পর্যন্ত আল্লাহর জিকিরে বসে থাকল; অতঃপর দুই রাকাত সালাত আদায় করল, সে একটি পরিপূর্ণ হজ ও ওমরাহর সওয়াব পাবে" ।(সুনানে তিরমিযি,৫৮৬)

৪

সূর্য মধ্য আকাশে স্থির হওয়ার আগ মুহূর্তে ‘দুহা’র সালাত আদায় করা হয়। পৃথকভাবে আদায় করার অবকাশ থাকলেও অনেকেই এটাকে ইশরাকের সালাত হিসেবেই উল্লেখ করেছেন। তাঁরা বলেছেন, সময়ের শুরুতে আদায় করলে সেটা ইশরাক আর সময়ের শেষে আদায় করলে দুহা।

আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "আমার প্রিয়তম (রাসুল সা.) আমাকে তিনটি বিষয়ে অসিয়ত করেছেন, যেন আমি তা মৃত্যুর আগ পর্যন্ত ত্যাগ না করি। প্রতি মাসে তিন দিন রোজা রাখা, দুহার সালাত ও ঘুমানোর আগে বিতর আদায় করা" ।(সহীহ বুখারী)

৫

জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ (রাঃ) বলেন,
রাসূলুল্লাহ (সা.) আমাদেরকে সকল বিষয়ে ‘ইস্তিখারা’ করতে শিক্ষা দিতেন, যেমন গুরুত্বের সাথে তিনি আমাদেরকে কুরআন কারীমের সূরা শিক্ষা দিতেন। তিনি বলতেন, যখন তোমাদের কেউ কোনো কাজের ব্যাপারে মনের মধ্যে চিন্তা করবে তখন (সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে) ফরয নয় এরূপ, অর্থাৎ নফল দুই রাক’আত সালাত আদায় করবে অতঃপর বলবেঃ

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ، وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلَامُ الْغُيُوبِ اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ (وَيُسَمِّي حَاجَتَهُ)خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِيْ وَعَاقِبَةِ أَمْرِي، فَاقْدُرْهُ لِي وَيَسِّرْهُ لِي ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ. اللَّهُمَّ وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَاقْدُرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أَرْضِنِي بِهِ

অর্থ:হে আল্লাহ্, আমি আপনার নিকট কল্যাণ প্রার্থনা করি আপনার জ্ঞান থেকে, আমি আপনার নিকট শক্তি প্রার্থনা করি আপনার ক্ষমতা থেকে এবং আমি আপনার নিকট প্রার্থনা করি আপনার মহান অনুগ্রহ। কারণ আপনি ক্ষমতাবান আর আমি অক্ষম, আপনি জানেন আর আমি জানি না, আর আপনি সকল গাইবের মহাজ্ঞানী। হে আল্লাহ্, যদি আপনি জানেন যে, এ কাজটি (নির্দিষ্ট বিষয়টির উল্লেখ বা স্মরণ করবে) কল্যাণকর

আমার জন্য, আমার ধর্ম, আমার পার্থিব জীবন এবং আমার ভবিষ্যৎ পরিণতিতে, তবে নির্ধারণ করুন একে আমার জন্য, সহজ করুন একে আমার জন্য এবং বরকত প্রদান করুন এতে আমার জন্য। হে আল্লাহ্, আর আপনি যদি জানেন যে, এ কর্মটি অকল্যাণকর আমার জন্য, আমার ধর্ম, জাগতিক জীবন ও আমার ভবিষ্যৎ পরিণতিতে তবে সরিয়ে নিন একে আমার নিকট থেকে, সরিয়ে নিন আমাকে এর নিকট থেকে, নির্ধারণ করুন আমার জন্য কল্যাণকে যেখানেই তা থাকুক এবং সন্তুষ্ট করে দিন আমাকে তার মধ্যে।

যেকোন ছোট-বড় বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে ইস্তিখারার মাধ্যমে আল্লাহ্ তায়ালার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করে সেই কাজ করতে হবে। যদি তা আমাদের দুনিয়া ও আখিরাতের জন্য কল্যাণকর হয় তবে তিনি সেটা আমাদের জন্য সহজ করবেন আর যদি তা আমাদের জন্য অকল্যাণকর হয় তবে তা থেকে আমাদেরকে হিফাযত করবেন।(সহীহ বুখারী)

৬

অজুর মাধ্যমে অপবিত্র অবস্থা থেকে পবিত্র হওয়ার কৃতজ্ঞতাস্বরূপ দুই রাকাত সালাত আদায় করা হয়। এই সালাতকে বলা হয় তাহিয়্যাতুল অজু।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,
"যে ব্যক্তি উত্তমরূপে অজু করল এবং নিষ্ঠার সঙ্গে দুই রাকাত সালাত আদায় করল তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব"।(সহীহ মুসলিম)

মসজিদে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে, বসার আগেই দুই রাকাত দুখুলিল মাসজিদ সালাত আদায় করা উচিত ।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "তোমাদের কেউ যখন মসজিদে প্রবেশ করবে, তখন বসার আগেই তার দুই রাকাত সালাত আদায় করা উচিত"। (সহীহ বুখারী)

যদি ফরজ, সুন্নাত সালাত ছুটে যাওয়ায় আশঙ্কা না থাকে এবং সালাত আদায়ের নিষিদ্ধ সময় না হয় তবে মসজিদে প্রবেশের পর দুই রাকাত সালাত আদায় করে নেয়াই উত্তম।

সালাত(নামাজ)আদায়ের নিষিদ্ধ সময়

দিনে রাতে পাঁচটি সময়ে সালাত আদায় করা নিষিদ্ধ; রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন,

(১) "আসরের সালাতের পর সূর্য না ডোবা পর্যন্ত আর কোন সালাত নেই এবং

(২) ফজরের সালাতের পর সূর্য না ওঠা পর্যন্ত আর কোন সালাত নেই"।

উক্বা বিন আমের (রাঃ) বলেন, আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাদেরকে তিন সময়ে সালাত আদায় করতে এবং মুর্দা দাফন করতে নিষেধ করতেন;

(৩) ঠিক সূর্য উদয় হওয়ার পর থেকে একটু উঁচু না হওয়া পর্যন্ত,

(৪) সূর্য ঠিক মাথার উপর আসার পর থেকে একটু ঢলে না যাওয়া পর্যন্ত এবং

(৫) সূর্য ডোবার কাছাকাছি হওয়া থেকে ডুবে না যাওয়া পর্যন্ত।

যেহেতু এই সময়গুলিতে সাধারণত: কাফেররা সূর্যের পূজা করে থাকে তাই।

সালাত আদায় নিষিদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে এটি হল সাধারণ নির্দেশ। কিন্তু অন্যান্য হাদীস দ্বারা কিছু সময়ে কিছু সালাতকে ব্যতিক্রম করা হয়েছে।

যেমন:-

১। ফরয সালাত বাকী থাকলে তা আদায় করার সুযোগ হওয়া মাত্র যে কোন সময়ে সত্বর পড়ে নেওয়া জরুরী। রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন,

"যে ব্যক্তি সূর্য ডোবার পূর্বে আসরের এবং সূর্য ওঠার পূর্বে ফজরের এক রাকআত সালাত পেয়ে যায়, সে (যথাসময়ে) সালাত পেয়ে যায়"।
তিনি আরো বলেন, "যে ব্যক্তি সূর্য ডোবার পূর্বে আসরের এক রাকআত সালাত পায়, সে যেন (সূর্য ডুবে গেলেও) তার বাকী রাকআত সালাত সম্পন্ন করে নেয়। আর যে ব্যক্তি সূর্য ওঠার পূর্বে ফজরের এক রাকআত সালাত পায়, সে যেন (সূর্য উঠে গেলেও) তার বাকী রাকআত সালাত সম্পন্ন করে নেয়"।

২। অনুরুপ কোন ফরয সালাত পড়তে ভুলে গিয়ে থাকলে তা স্মরণ হওয়া মাত্র সত্বর যে কোন সময়ে অথবা ঘুমিয়ে গিয়ে থাকলে জাগার পর উঠে সত্বর যে কোন সময়ে আদায় করা জরুরী। মহানবী (ﷺ) বলেন, "কেউ ঘুমিয়ে গেলে তা তার শৈথিল্য নয়। শৈথিল্য তো জাগ্রত অবস্থাতেই হয়ে থাকে। সুতরাং যখন কেউ কোন সালাত পড়তে ভুলে যাবে অথবা ঘুমিয়ে যাবে, তখন তার উচিৎ, তা স্মরণ (বা জাগ্রত) হওয়া মাত্র পড়ে নেওয়া। কারণ, আল্লাহ তাআলা বলেন,
"আমাকে স্মরণ করার উদ্দেশ্যে তুমি সালাত কায়েম কর"।

http://www.hadithbd.com

শেষ কথা

পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আল্লাহ্‌ তায়ালার দেয়া এমন এক নিয়ামত এই উম্মতের জন্য যা তিনি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে মিরাজের রাতে নিজের নিকট আরশে আযীমে নিয়ে গিয়ে দান করেছেন।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,
"আল্লাহ তা'আলা আমার উম্মতের উপর পঞ্চাশ ওয়াক্ত সালাত (নামায/নামাজ) ফরয করে দিলেন। আমি এ নিয়ে প্রত্যাবর্তনকালে যখন মূসা (আঃ) এর নিকট দিয়ে যাচ্ছিলাম, তখন মূসা (আঃ) বললেনঃ আপনার উম্মতের উপর আল্লাহ কি ফরয করেছেন? আমি বললামঃ পঞ্চাশ ওয়াক্ত সালাত ফরয করেছেন। তিনি বললেনঃ আপনি আপনার রবের কাছে ফিরে যান। কারণ আপনার উম্মত তা আদায় করতে সক্ষম হবে না।

আমি ফিরে গেলাম। আল্লাহ পাক কিছু অংশ কমিয়ে দিলেন। আমি মূসা (আঃ) এর কাছে আবার গেলাম আর বললামঃ কিছু অংশ কমিয়ে দিয়েছেন। তিনি বললেনঃ আপনি আবার আপনার রবের কাছে যান। কারণ আপনার উম্মত এও আদায় করতে সক্ষম হবে না। আমি ফিরে গেলাম। তখন আরো কিছু অংশ কমিয়ে দেওয়া হল। আবার মূসা (আঃ) এর কাছে গেলাম, এবারো তিনি বললেনঃ আপনি আবার আপনার রবের কাছে যান। কারণ আপনার উম্মত এও আদায় করতে সক্ষম হবে না। তখন আমি আবার গেলাম, তখন আল্লাহ বললেনঃ এই পাঁচই (সওয়াবের দিক দিয়ে) পঞ্চাশ (গণ্য হবে)। আমার কথার কোন পরিবর্তন নেই। আমি আবার মূসা (আঃ) এর কাছে আসলে তিনি আমাকে আবারো বলললেনঃ আপনার রবের কাছে আবার যান। আমি বললামঃ আবার আমার রবের কাছে যেতে আমি লজ্জাবোধ করছি" ।(সহীহ বুখারী,৩৪২)

আল্লাহ্‌ তায়ালা এই উম্মতের উপর পঞ্চাশ ওয়াক্ত সালাত ফরয করলেও পরবর্তীতে তা পাঁচ ওয়াক্তে নিয়ে আসেন যদিও এই পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায়ে আমরা পঞ্চাশ ওয়াক্তের সওয়াবই পাবো। কত দয়াময় আমাদের রব! তিনি আমাদের উপর আমাদের সামর্থ্যের বাইরে কোন কিছু চাপিয়ে দেননি। এতেও আমাদের কত অবহেলা। সময়ের

মালিকের জন্যই সময় নেই আমাদের কাছে। দুনিয়াবি অনেক অপ্রয়োজনীয় কাজ করার সময় থাকলেও অনেকের কাছে সময় নেই আল্লাহ্ তায়ালার ডাকে সাড়া দিয়ে সালাত আদায় করার। এর চেয়ে বড় মূর্খতা আর কি হতে পারে! যে সালাত দুনিয়া ও আখিরাতের শান্তি ও সফলতার মাধ্যম তা জীবন থেকে বাদ দিয়ে মানুষ আজ সফলতার পিছনে ছুটতে ছুটতে ক্লান্ত। দুনিয়া ও আখিরাতের শান্তি ও সফলতার জন্য ফিরে আসতে হবে আল্লাহ তায়ালার দিকে। আর যার অপরিহার্য মাধ্যম হলো সালাত। আল্লাহ্ তায়ালা এই উম্মতের সকলকে নিজের জীবনকে সালাতের আলোয় আলোকিত করার তৌফিক দান করুন। আমীন।